ছোট বউ

ছোট বউ

দ্বিতীয় সংস্করণ

(পরিবর্দ্ধিত)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ,
প্রণীত।

আশ্বিন, ১৩২৫

মূল্য ১৲ এক টাকা।

মা'র

চরণে

এই পুস্তক—

আমার—

শ্রী—　　　　　　কে—

উপহার

দিলাম।

শ্রী—

তারিখ—

ছোট বউ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভগবান দত্তের দুই সংসার। প্রথম দুই পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া বহুকাল চিতারোহণ করিয়াছেন, অপরটি বৃদ্ধ দত্তজাকে শেষ সময়ে সাথী-হীন করিয়া অল্পদিন হইল স্বপত্নীর অনুগতা হইয়াছেন। দ্বিতীয় পক্ষের মাত্র একটী পুত্র-সন্তান।

কিন্তু বৃদ্ধ ভগবান দত্তের নিকট এই শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইবার উপযোগী প্রকৃষ্ট উপায় ও অবলম্বন ছিল। সেটী অর্থের প্রতি অতিরিক্ত

অনুরাগ। যেদিন তাঁহার দ্বিতীয় পত্নী মায়া কাটাইয়া পরপারে চলিয়া গেলেন, তাঁহার দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না, তাহার পরদিন বৃদ্ধ তাঁহার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, ভাল করিয়া চারিদিক দেখিয়া লইলেন কোন রন্ধ্র-পথ দিয়া ঘরের ভিতরটা দেখা যায় কি না; শেষে নিশ্চিন্ত হইয়া লৌহ-সিন্দুক উন্মোচন করিয়া কোম্পানীর কাগজ, নোটের তাড়া ও নগদ টাকার থলি বাহির করিলেন, এবং তাই নাড়াচাড়া করিয়া দিনটা বেশ সুখেই কাটাইয়া দিলেন।

তাঁহার তিনটি পুত্রই বিবাহিত। প্রথমটীর বিবাহেও তিনি টাকা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বেশী কিছু নহে। হাজার টাকার গহনা, নগদ পাঁচশ টাকা, তাহা ছাড়া বরসজ্জাও ছিল।

দ্বিতীয় পুত্রের বিবাহ খুব একজন বড়লোকের ঘরেই হইয়াছিল। কন্যার পিতা নগদে ও গহনায় দশ হাজার টাকা এবং মেয়ের নামে বিশ হাজার

টাকার কোম্পানীর কাগজ দান করিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া মেয়ের হাত-খরচের জন্য একশত টাকা মাসহারারও ব্যবস্থা ছিল। তাই ভগবান দত্তের দ্বিতীয় পুত্রবধূটী শ্বশুরের অন্নের কোন ধার ধারিত না।

কনিষ্ঠ পুত্রবধূটিও ধনীর কন্যা, কিন্তু ঠিক অত বড় ধনীর নহে। সেও পিতার নিকট হইতে প্রতি মাসেই হাত-খরচ বাবত কিছু কিছু পাইত। কখনও পঁচিশ, কখনও পঞ্চাশ এবং আবশ্যক হইলে সময়ে এক শত টাকা বা তাহার বেশীও পাইত, তবে মধ্যম পুত্রবধূটির মত অবশ্য তাহার পাকাপাকি রকমের একটা ব্যবস্থা ছিল না। সেই কারণেই হউক বা অন্য যে কোন কারণই থাকুক না কেন, ছোটবউ শ্বশুরের অন্নই পছন্দ করিত।

ভগবান দত্তকে বাহিরের লোকে কৃপণ বলিত সত্য, কিন্তু যাঁহারা তাঁহার ভিতরের খবর জানিতেন তাঁহারা বলিতেন, ভগবান দত্ত অত্যন্ত হিসাবী ও মিতব্যয়ী সত্য, কিন্তু অর্থপিশাচ কৃপণ নহে। তিনি

তিন পুত্রের বিবাহে নগদ যাহা পাইয়াছিলেন, তাহার এক কপর্দ্দকও নিজ সিন্দুকে জমা করেন নাই, বা বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ইট-কাঠ ক্রয় করেন নাই ; সমস্ত টাকাই আয়ুর্ব্বাদ ও বউভাতে ব্যয় করিয়াছেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র জগদীশের স্বাস্থ্য তেমন ভাল না থাকায় প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর সে পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হয় এবং পিতার সুপারিসে সে এখন সরকারের দপ্তরখানায় কেরাণীগিরি করিতেছে। প্রথম পঁচিশ টাকার চাক্‌রীতে বসিয়াছিল, এখন তাহার পঞ্চাশ টাকা মাহিনা হইয়াছে।

মধ্যম জ্যোতিষচন্দ্র দুই বার ফেল হইয়া তিন বারের বার দ্বিতীয় বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বিবাহের বৎসর দুই পরে আই, এস সি ফেল হইয়া যখন আর না-পড়িবার সঙ্কল্প করিতে-ছিল, সেই সময় তাহার শ্বশুর বলিয়া পাঠাইলেন, তাহাকে পড়িতেই হইবে, তিনি বাড়ীতে মাষ্টার

রাখিয়া দিবেন। ভগবান দত্ত তাঁহার এই প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন—মাষ্টার রাখিতে হয় আমি রাখিব, তাঁহাকে কিছু করিতে হইবে না। কিন্তু আপত্তি টিকিল না।

শ্বশুর বাড়ীতে মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কোন রকমে আরও দুই ধাক্কা সামলাইয়া চতুর্থ বারে তৃতীয় বিভাগে আই-এসসি পরীক্ষা পার হইল। তাহার পর কলিকাতার এক নামজাদা কলেজের বড়বাবুকে টাকা ও নোটের নৈবেদ্য সাজাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ বহু ছাত্র, এমন কি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ দুই চারিটী ছাত্রকেও বিমুখ করিয়া স্ফীতবক্ষে বি,এস সি ক্লাশে প্রবিষ্ট হইল। তিন তিন বার অকৃতকার্য্য হইয়াও সে পড়া ছাড়িল না।

কনিষ্ঠ পুত্র ক্ষিতিশচন্দ্র বয়সে অনেক ছোট হইলেও নিয়মিত দুইটী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মেজ-দাদার সহিত বি, এসসি পড়িতেছিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সেদিন মেজবউ লাবণ্য একটা টাকার থলি হাতে করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছিল, ছোটবউ প্রমীলা পিছন হইতে ডাকিল, "মেজদিদি!"

লাবণ্য মুখ ফিরাইয়া কহিল, "কি?"

ছোটবউ কহিল, "অত টাকা নিয়ে কোথায় যাচ্ছ মেজদিদি?"

লাবণ্য কহিল, "বাবাকে দিতে।"

প্রমীলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "কিসের টাকা মেজদিদি?"

লাবণ্য হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিল না; খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা দু'বছর ওর কলেজের যে মাইনে দিয়েছেন, সেইটা ফেরত দিতে যাচ্ছি।"

প্রমীলা তাহার কথার অর্থ গ্রহণ করিতে না পারিয়া কহিল, "কেন মেজদিদি ?"

লাবণ্য কহিল, "তোমার সব তাতে ন্যাকামি, কচিখুকি নও ত! শেষকালে এই দু-দশ টাকা দিয়ে যে উনি চিরকাল বলে বেড়াবেন, ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, তা আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না।"

প্রমীলার মুখখানি সহসা শুকাইয়া গেল! সে বুকের মধ্যে তীব্র জ্বালা অনুভব করিল। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল; দুই হাতে রেলিং শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া আঘাত সামলাইয়া লইয়া সম্মুখে চাহিতেই দেখিল, মেজবউ সিঁড়ির শেষ ধাপে গিয়া পৌঁছিয়াছে। দ্রুতপদে সেখানে উপস্থিত হইয়া মেজ-বউয়ের হাত চাপিয়া ধরিয়া সে কহিল, "টাকাগুলো আমায় দেবে মেজদিদি, আমি বাবাকে দিয়ে আসব?"

লাবণ্য কি ভাবিয়া কহিল, "রসিদ আনতে হবে কিন্তু, পারবে ত? বিনা রসিদে টাকা দেওয়া হবে না।"

প্রমীলার মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার ছোটখাট বুদ্ধিতে সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল, টাকা কয়টি চাহিয়া লইয়া শ্বশুরের নিকট গিয়া যাহ'ক দুচারিটা অন্য কথা বলিবে; তারপর বাবা টাকা নিলেন না বলিয়া, টাকা কয়টি লাবণ্যকে ফিরাইয়া দিবে। তখন রসিদের কথা ত তাহার একবারও মনে আসে নাই! এখন সে কি করিবে? কি করিয়া এই দারুণ অপমানের হাত হইতে শ্বশুরকে রক্ষা করিবে? এত বড় আঘাত যে তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। রুদ্ধ ক্রন্দন প্রমীলার বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। সহসা সে যেন একটা উপায় দেখিতে পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। মিথ্যার আশ্রয় ত তাহাকে পূর্ব্বেও গ্রহণ করিতে হইত। এখনও না হয় সে তাহাই করিবে। জোর করিয়া হাসিয়া সে কহিল, "রসিদ আন্‌তে পারব বৈকি। রসিদ ছাড়া বুঝি কেউ কাউকে টাকা দেয়!"

লাবণ্য দেখিল, পরের হাত দিয়া কাজ সারিতে

পারিলে মন্দ হইবে না, তাই সে আর কোন আপত্তি না করিয়া টাকার থলিটি প্রমীলার হাতে তুলিয়া দিল।

প্রমীলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, "কত টাকা আছে মেজদিদি ?"

লাবণ্য কহিল, "দেড় শ টাকা। ওর ভেতর ফর্দ্দ দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন।"

অতি কষ্টে দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া প্রমীলা কহিল, "টাকাটা একবার গুণে নিতে হবে যে মেজদিদি; চল ঐ ঘরে যাই।"

টাকা গুণিবার পর ছোটবউ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি নিজেও ত গুণে দেখ্‌লে এক শ ঊনপঞ্চাশ টাকা হ'ল। তোমাদের ফর্দ্দেও তাই লেখা আছে। শেষকালে যেন বল না মেজদিদি আমি তোমার একটা টাকা চুরি করেছি।" বলিয়া সে টাকার থলিটি লইয়া শ্বশুরের কক্ষাভিমুখে চলিয়া গেল। লাবণ্য সেই ঘরেই বসিয়া রহিল।

ভগবান দত্ত কহিলেন, "তোমার হাতে কি মা ?"

মিথ্যা বলা প্রমীলার অভ্যাস ছিল না; কিন্তু আজ একটা অতি বড় অপ্রিয় সত্যকে চাপা দিবার জন্য সে ত মিথ্যার আশ্রয়-গ্রহণে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে। তবুও কথা বলিতে গিয়া তাহার ঠোঁট কাঁপিয়া উঠিল; এদিকে বিলম্ব করাও ত আর চলে না। কিন্তু তাহার মুখ দিয়া হঠাৎ মিথ্যা কথা বাহির হইল না, সে বলিয়া ফেলিল, "ও মেজদিদির টাকা!"

ভগবান আর কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন না। সম্মুখে একখানি খবরের কাগজ খোলা ছিল, তাহাতে মন দিলেন। ছোটবউ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ভগবান কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "কিছু দরকার আছে ছোট বউমা?"

প্রমীলা ইতস্তত: করিয়া কহিল, "না বাবা, ঘর ঝাঁড় দিয়ে গেছে কিনা তাই দেখতে এসেছিলাম; আজ আপনার জন্যে কি তরকারী রাঁধব বাবা?"

ভগবান কহিলেন, "সেদিনকার মোচার ঘণ্টটা বেশ হ'য়েছিল মা!"

প্রমীলা কহিল, "আজ তা হ'লে মোচার ঘণ্টই রাঁধি বাবা ?"

ভগবান কহিলেন, "তাই রাঁধ মা।"

প্রমীলা আর কিছু না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লাবণ্যর নিকট গিয়া ডাকিল, "মেজ দিদি!"

মুখ তুলিয়া লাবণ্য টাকার থলির দিকে চাহিয়া কহিল, "টাকা ফিরিয়ে আন্‌লে যে ?"

প্রমীলা ঢোঁক গিলিয়া কহিল, "রসিদ দিতে চাইলেন না।"

লাবণ্য কহিল, "তা'হলে টাকা না দিয়ে ভালই করেছ। রসিদ না নিয়ে টাকা কিছুতেই দেওয়া হ'তে পারে না। এতগুলো টাকা শেষকালে 'না দেবায় না ধর্ম্মায়' যাবে!"

প্রমীলা থলিটা তাহার হাতে দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। লাবণ্যকে তাহা নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়া বিদ্রূপপূর্ণকণ্ঠে সে কহিল, "তা অত সন্দেহতে দরকার কি! গুণেই নাও না মেজদিদি।"

লাবণ্য ভ্রুকুটি করিয়া কহিল, "তা দিতে হবে বৈকি!" বলিয়া থলি হইতে টাকা ও নোট বাহির করিয়া গুণিতে লাগিল।

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, "খুব ভাল করে গুণে নাও মেজদিদি।" একটু থামিয়া গম্ভীরকণ্ঠে আবার কহিল, "যাই কর মেজদিদি, মেয়েমানুষের অত তেজ ভাল না! তোমাদের টাকা নিয়ে ত মেজঠাকুরকে বাবা অত বড় ক'রে তোলেন নি। তাঁর জন্মর দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত যত খরচ হ'য়েছে, সব টাকা দিতে পারতে, তবে বুঝতাম বাহাদুরী! দাও দিকি সব টাকা, আমি এখনি রসিদ এনে দিচ্ছি।"

লাবণ্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া কহিল, "তুই আমায় গাল দেবার কে! একি তোর বাবার বাড়ী?"

প্রমীলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "নিশ্চয়ই, বিয়ের পর মেয়েছেলের শ্বশুরবাড়ীই তার নিজের বাড়ী হয় এ সোজা কথাটা জাননা মেজদিদি।"

মেজবউয়ের চীৎকার শুনিয়া রান্নাঘর হইতে

বড় বউ বাসন্তী ও তাহার বিধবা ননদ প্রমদা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। লাবণ্য তখনও রাগে ফুলিতেছিল। তাহার দিকে চাহিয়া বাসন্তী কহিল, "কি হ'য়েছে মেজবউ ?"

লাবণ্য তেলেবেগুণে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "আরও যে যেখানে আছ সবাই মিলে এসে আমায় গাল দাও।"

প্রমীলা একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "দিদির ওপর শুধু শুধু রাগ কর্‌ছ কেন মেজদিদি ; দোষ করে থাকি আমায় যা ইচ্ছে হয় বল্‌তে পার। দিদিকে তোমার গাল দেবার কোন অধিকার নেই।"

লাবণ্য ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "অধিকার আছে কি না আছে তা বুঝিয়ে দেব! আমাকে গরীবের মেয়ে পাস্‌নি যে, যা বল্‌বি মুখ বুজে সয়ে যাব! করিস্ ত শ্বশুরের দাসীবৃত্তি ; তার অত দেমাক কিসের! দাসীবৃত্তি করবার জন্যে আমার বাপমা ত এখানে বিয়ে দেন নি। তোরা জন্ম-জন্ম দাসীবৃত্তি কর্, আর দেমাকে ফেটে মর্!"

এই বলিয়া লাবণ্য কক্ষ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে ছোট বউ পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "অনেক তপস্যা না করলে শ্বশুরের দাসীবৃত্তি করবার সৌভাগ্য মেয়েছেলের ঘটে না বুঝলে মেজদিদি; যাতে পরজন্মে সে সৌভাগ্য তোমার হয় ভগবানের কাছে দিনরাত্ত সেই প্রার্থনা কর গে, না পার আমিই না হয় তোমার হ'য়ে করব।"

লাবণ্য সশব্দ-পদবিক্ষেপে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। ছোট বউ তাহার বড়জার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

খানিক পরে লাবণ্যের ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া প্রমীলা ডাকিল "মেজদিদি!"

লাবণ্য কি একখানা বই পড়িতেছিল, কোন উত্তর দিল না, আরও বেশী করিয়া পুস্তকে মনঃ-সংযোগ করিল।

প্রমীলা কহিল, "ছেলেরা কোথায় মেজদিদি?"

মোনা লাবণ্যের বড়ছেলে ও মেনী বড় মেয়ে; ফেলু কোলের ছেলে।

লাবণ্য মুখ না তুলিয়া কহিল, "জানি না।"

প্রমীলা কহিল, "যাই নীচে গিয়ে আতা দুটো তাদের দিয়ে আসি গে।" বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ইহারই দিন কতক পরে একদিন দুপুর বেলা বাসন্তী, প্রমীলা ও প্রমদা রান্নাঘরের সম্মুখের বারন্দায় খাইতে বসিবে, এমন সময় লাবণ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ফেলু তাহার কোলে ছিল, সে কেবলই পড়িয়া যাইবার মত হইতেছিল, লাবণ্য বারবার চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ঠিক মত কোলে করিতে পারিতেছিল না। তাহার উপর অন্য হাতে দুধের বাটী থাকায় সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল।

প্রমীলা তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল। লাবণ্য ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। প্রমীলা তেমনই হাসিতে হাসিতে কহিল, "মেজদিদির দেখছি আজ আমাদের মত দশা, ছেলে কোলে করতে হয়েচে! আয়া, বেহারা সব গেল কোথায়? আবার দুধের বাটীও হাতে করেচ, ব্যাপারখানা কি?"

লাবণ্য কোন উত্তর দিল না, গম্ভীর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যখন-তখন ছোটবউয়ের এমনই ঠেস্ দেওয়া কথা তাহাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত, সেও সময় সময় কড়া কড়া উত্তর দিতে ছাড়িত না, কিন্তু ছোটবউয়ের সহিত পারিয়া উঠিত না বলিয়া অনেক সময় চুপ করিয়া যাইত।

প্রমীলা আবার কি বলিতে যাইতেছিল, বাসন্তী বাধা দিয়া কহিল, "কি করিস্ প্রমীলা!"

প্রমীলা সে কথায় কান না দিয়া বলিল, "মেজদিদি বুঝি আমাদের সঙ্গে কথা বল্‌বে না? তা বল্‌বেই বা কেন, আমরা গরীবের মেয়ে!"

প্রমদা তথনও ভাতে হাত দেয় নাই। ভাতকয়টী ঢাকা দিয়া মেজবউয়ের কাছে আসিয়া তাহার কোল হইতে ছেলেটীকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া কহিল, "কি চাইগো মেজবউদি তোমার?"

প্রমীলার হাড়-জ্বালান কথায় লাবণ্য তথন অন্তরের মধ্যে ফুলিতেছিল, তাই তাহার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া কহিল, "তুমি শুনলে ত ঠাকুরঝি,

ছোটবউ কি না আমায় বাপ তুলে গাল দিলে। আমার বাপমা ছোটবউয়ের বাপের কিছু ধারেন যে তার মেয়ে আজ আমায় এমনই করে কথা শোনাবে! আমার বাবামণির পয়সা আছে, তাই পাঁচটা দাসী-চাকর রেখে দিয়েছেন, তাতে আর পাঁচ জনের কি, তারা কেন হিংসেয় বুক ফেটে মরে।"

প্রমদা কহিল, "সত্যি ছোটবউ তোমার এ ভারি অন্যায়, ও কি রকম কথা, হাজার হোক ও বয়সে বড়, মান্যে বড়!"

প্রমীলার মুখে রাগ বা বিরক্তির কোন চিহ্ন দেখা গেল না। তাহার মুখের সেই সব-সময়ের হাসিটি আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে কহিল, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, মেজদিদির কাছে না হয় তার জন্যে ঘাট মানৃচি; তা ছাড়া মেজদিদি সুদ শুদ্ধ আদায় করে নিয়েছে। ঠাকুরঝি তুমি ত ভাই জান, ওরকম গাল দিতে আমি শিখিনি, মেজদিদির বাবা মা কি আমারও বাবা মা নন, আমি তাদের গাল দেব!" বলিতে বলিতে তাহার গলা

ধরিয়া আসিল, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া আবার কহিল, "মেজদিদিই ত আমার বাবাকে গাল দিলে, তা যাক্‌গে বাবা ত আর শুন্‌তে আস্‌চেন না, আর শুন্‌লেই বা কি, অমন ঢের লোক ঢের কথা বলে থাকে! তা কি বল মেজদি, আমি না হয় ঘাট মান্‌ছি, আর বল ত না হয় ভাত ফেলে উঠে পায়ে ধরি।"

লাবণ্য কুপিত হইয়া কহিল, "ঢের হ'য়েচে, আর অতেতে কাজ নেই!"

প্রমীলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "আমাদের ভাগ্যি ভাল যে মেজদি এতক্ষণে আমাদের সঙ্গে কথা বলেচে!"

বাসন্তী লাবণ্যকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "মেজবউ তুমি ওর কথায় কান দিও না, ওর কেমন ঐরকমের স্বভাব, ও সবাইকে খুব ভালও বাসে আবার জ্বালাতনও করে।"

লাবণ্য বিদ্রূপপূর্ণ কণ্ঠে কহিল, "তা আমি খুব জানি, তোমাকে দিদি আর সে জন্যে ওকালতি

করতে হ'বে না! লোকের মধ্যে দেখ্‌তে পাই শুধু ও আমার পেছনেই লাগে, আর ঠাকুরঝি,—আমার ওপর তার একটু টান্ আছে বলে, সময়ে সময়ে তাকে জ্বালায়, কই তোমার পেছনে ত ও একদিনও লাগে না।"

বাসন্তী চুপ করিয়া গেল! বুঝিল তাহার কথা বলা ভাল হয় নাই। প্রমীলা কাহারও কোন কথা কখনও গায়ে মাখিত না, তাই সেই রকম হাসিয়াই কহিল, "এ মেজদিদি তুমি আর বুঝ্‌তে পার্‌লে না, দিদির ত তোমার মত পয়সাকড়ি নেই, পাঁচটা বেয়ারাও নেই, কি দশটা ঝি চাকরও নেই, তা ওর ওপর আর হিংসে করে কি করব বল?"

লাবণ্যের শিশু পুত্রটী তখন তাহার পিসিমার কোল হইতে নামিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিতেছিল। অনতিদূরেই তাহারই মত তিন চারিটী শিশু মাছ-ভাজা লইয়া কাড়াকাড়ি করিয়া খাইতেছিল, তাহা দেখিয়া সেও তাহাদের সহিত যোগ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিল; বলিতেছিল, 'আমি খাব।'

প্রমীলা তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে নিজের কোলে তুলিয়া লইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া খানিকটা মাছ-ভাজা ভাঙ্গিয়া তাহার মুখের মধ্যে পুরিয়া দিল। শিশু মহানন্দে খাইতে লাগিল।

লাবণ্য বিরক্তিভরে কহিল, "অত আদরে কাজ নেই, ঢের হ'য়েচে! তোমাদের ছেলেদের মত ওর ত অমন রাক্ষুসে দশা হয় নি যে, ও যা পাবে তাই গিল্‌বে; হরলিক্স, আর খাঁটি দুধ ছাড়া ও কিছু খায় না, ওর মুখে ও সব দিয়ো না।"

অন্য কেহ হইলে হয় ত রাগ করিয়া শিশুটিকে কোল হইতে নামাইয়া দিত, কিন্তু প্রমীলা সে দিক দিয়াও গেল না, সে যেন লাবণ্যর কথা শুনিতেই পায় নাই এমনই ভাব দেখাইয়া খোকাকে এটা সেটা আরও পাঁচটা খাওয়াইতে লাগিল। তার পর লাবণ্যর দিকে সহাস্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল, "মেজদি, তোমার কোন ভয় নেই, খোকার আমার কোন অসুখ করবে না। ও যে আমাদের বাড়ীর ছেলে, ওর ওপর ত আমার কোন হিংসে থাকতে

পারে না," তাহার পর খোকাবাবুর দিকে চাহিয়া কহিল, "কি বলিস্ রে ফেলু?"

ফেলুর তখন মুখের জিনিষ ফুরাইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার আধ-ফোটা ভাষায় উত্তর করিল, "মাংক খাব, মাংক।"

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, "মাংস কোথায় পাবরে," বলিয়া আর খানিকটা মাছ ভাঙ্গিয়া তাহাকে খাইতে দিল। লাবণ্যর দিকে ফিরিয়া আবার কহিল, "দেখ মেজদি, তুমিই যে শুধু হরলিক্স দুধ খাওয়াও তা নয়, দিদির ছেলেরাও—" বলিতে বলিতে সহসা সে থামিয়া গেল। একটী নবাগতা মহিলাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "এত দুপুর রদ্দুরে এসেছেন। ঠাকুরঝি ভাই, আসনখানা ওঁকে টেনে দাও না।"

প্রমদা আসনখানি আগাইয়া দিল। মহিলাটি বসিয়া অঞ্চলপ্রান্তে কপালের ঘাম মুছিয়া উত্তর করিল, "না বেরুলে চল্‌বে কি করে দিদি, পাঁচদোরে না ঘুর্‌লে ত আর মেয়েটাকে পার করতে পারব

না, তোমাদেরই পাঁচ জনের দয়ায় যদি মেয়েটা উদ্ধার হয়।"

প্রমীলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "পাত্তর ঠিক হ'য়ে গেছে ত?"

মহিলা কহিল, "হাঁ দিদি তোমাদের দয়ায় এক রকম ঠিক হ'য়েচে।"

প্রমীলা প্রীতিপূর্ণ স্বরে কহিল, "তা বেশ হ'য়েচে, পাত্রটী কি করে?"

মহিলাটি কহিল, "কোন্ আপিসে কুড়ি টাকা মাইনের কি চাকরি করে; কাছেই দেশ-ঘর, জমিজমাও কিছু আছে, তাতে খাওয়া-পরা এক রকম চলে যায়, আমরা গরীব-মানুষ, আমাদের ঐ ঢের।"

প্রমীলা কহিল, "আহা খেয়ে পরে সুখে থাক্, কত দিতে হবে?"

সে কহিল, "ছেলেটী বড় ভাল, সে বলেচে, এক পয়সাও দিতে হবে না, শুধু শাঁখা আর সিঁদুর, তাতেই দিদি হিসেব করে দেখলাম এক শ টাকার

কমে ত কিছুতেই হয় না। ছ' মাস ধরে ভিক্ষে-সিক্ষে করে পঁচাত্তরটি টাকা জোগাড় করেচি আর পঁচিশটী টাকা হ'লেই এক রকম চলে যায়। তোমাদের এখানে যা পাই, তার পর এ দু'দিন এবাড়ী সেবাড়ী ঘুরে দেখি, যা জোগাড় করতেপারি।"

প্রমীলা কহিল, "আপনার অনেক কাজ, আর বসিয়ে রাখ্‌ব না।" সেদিন সকাল বেলা সে তাহার পিতার কাছে টাকা চাহিয়া পাঠাইয়াছিল, এই মাত্র দরওয়ান আসিয়া টাকা দিয়া গিয়াছে, সেগুলি তখন পিঁড়ির পাশেই ছিল। তাহা হইতে পাঁচটী টাকা তুলিয়া রমণীটির হাতে দিয়া কহিল, "এ কিন্তু আমার বড়দিদিমণি দিলেন।"

রমণী হাত পাতিয়া টাকা কয়টি লইয়া মহাখুসী হইয়া বলিল, "এই আমার ঢের হ'য়েচে, সবাই যদি একটা করেও টাকা দিত, তা হ'লে কবে আমার এক শ টাকা জোগাড় হয়ে যেত।"

প্রমীলা তখন লাবণ্যর দিকে চাহিয়া বলিল, "মেজদি তোমার টাকা?"

লাবণ্য মুখখানি ভারি করিয়া কহিল, "তোমাদের টাকা সস্তা তোমরা দাও, আমার অমন বিলিয়ে দেবার মত টাকা নেই।"

নবাগতা রমণীটি অপ্রস্তুতের মত কহিল, "ওঁকে আবার কেন বিরক্ত করচ দিদি, বড় দিদিমণি দিয়েছেন ত, ঐ সবারই দেওয়া হ'ল।"

প্রমীলা কহিল, "না না তাও কি হয়, মেজদিদির কথায় আপনি কিছু মনে করবেন না। উনি যা দেবার তা আগেই দিয়ে রেখেছেন, ওঁর নাম করতে বারণ করেছিলেন, তাই নাম করতে অমন চটে গেছেন," বলিয়া একখানি দশ টাকার নোট তুলিয়া লইয়া তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এই দশ টাকা মেজদিদির!"

রমণী অবাক হইয়া প্রমীলার মুখপানে চাহিয়া রহিল। এত টাকা! তাহার একবার মনে হইল গরীব বলিয়া কি ইহারা সকলে মিলিয়া তাহার সহিত উপহাস করিতেছে! দিয়া হয় ত আবার কাড়িয়া লইবে! কত বড়লোক আত্মীয়ের বাড়ীতে সে আজ

ছয় মাস ঘুরিতেছে, পাঁচ দিন না ফিরাইয়া ত কেহ কিছুই দেয় নাই, তা কোথাও এক সঙ্গে দুই টাকার বেশী সে পায় নাই। তাই পাঁচ টাকা পাইয়া সে বিস্মিত হইয়াছিল, এখন দশ টাকার এই নোটখানি কোন ভরসায় সে গ্রহণ করিবে!

প্রমীলা আবার দশ টাকার আর একখানি নোট তাহার হাতে দিয়া কহিল, "এর মধ্যে পাঁচ টাকা আমাদের ঠাকুরঝির—।" বাকি পাঁচ টাকার সম্বন্ধে প্রমীলা কিছু বলিল না।

রমণী আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মুখ ফুটিয়া বলিয়া ফেলিল, "গরীব ব'লে কি তোমরা আমার সঙ্গে ঠাট্টা করচ দিদিমণি?" লাবণ্যরও ঠিক এই কথা মনে হইতেছিল,—প্রমীলা যেমন তাহার পিছনে লাগে এ মহিলাটির সঙ্গেও ঠিক তেমনই রঙ্গ করিতেছে, না হইলে এক কথায় অমনই পঁচিশ টাকা দিয়া ফেলিল! এমন কি ও টাকার মানুষ!

রমণীর কথায় প্রমীলার নয়নপল্লব আর্দ্র হইয়া

উঠিল। দুঃখীর সহিত সে উপহাস করিবে! পঁচিশটা টাকা বই ত নয়! মহিলাটির পানে অশ্রু-উচ্ছ্বসিত নয়নে চাহিয়া সে কহিল, "দিদি আশীর্ব্বাদ করুন, যেন অমন মতি আমার কোন দিন না হয়!" বলিতে বলিতে তাহার বড় বড় দুই চোখ হইতে কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। মহিলাটিও সত্যই এবার বিষম লজ্জিতা হইয়া উঠিল। সে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে প্রমীলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। চাহিয়া চাহিয়া গভীর কৃতজ্ঞতায় তাহারও নয়নযুগল অশ্রু-প্লাবিত হইয়া উঠিল। অঞ্চল দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে সে কহিল, "ভগবান তোমাদের সুখে রাখুন।" আর বেশী কিছু সে বলিতে পারিল না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাড়ীর পাশেই মাঠ। ছেলেরা বৈকাল বেলা সেই মাঠে বেড়াইত। বড়বউ ছেলেদের এক এক করিয়া গা মুছাইয়া কাপড় জামা পরাইয়া দিতেছিল, এমন সময় প্রমীলা তাহার পুত্র গৌরচন্দ্রকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। বড়বউ মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিয়া বলিল, "আজ আবার ঐ জামা জুতো পরিয়ে এনেচিস্ যে? মা—বড়বউ প্রমীলার মাকে মা বলিয়া ডাকিত—কাল যে নূতন জামা জুতো পাঠিয়ে দিলেন, তা কই?"

প্রমীলা কহিল, "সে ফেরত দিয়েচি।" বড় বউ বিস্মিত হইয়া কহিল, "ফেরত দিয়েছিস্! কেন? পছন্দ হয় নি বুঝি! না, তোকে কিছুতেই বোঝাতে পারব না। মা সখ করে পাঠালেন আর তুই ফেরত দিলি! এ রকম করে বুঝি মাকে কষ্ট দেয়! আমি এখনই মার কাছে জামা জুতো চেয়ে আনাচ্ছি।"

প্রমীলা কহিল, "তোমার হু'টী পায়ে পড়ি দিদি।"

প্রমদা সেখানে বসিয়াছিল, সে কহিল, "ছোট বউয়ের আমাদের সব তাতেই বাড়াবাড়ি! আমি যে পাশের ঘরে ছিলাম, তা ও টের পায় নি, ঝিকে জামাজুতো ফেরত দিয়ে কি বললে জান বউদিদি, যে বাড়ীতে আর পাঁচটী ছেলেপুলে সেখানে মা যেন আর একটী ছেলের নাম করে কিছু না পাঠান। এমন সৃষ্টিছাড়া কথা ত কোনদিন শুনিনি বাপু!"

প্রমীলা মুখচোখ রাঙা করিয়া কহিল, "ওমা কখন্ বল্লাম অমন কথা। যাও, তুমি ঠাকুরঝি ভারি দুষ্টু।" বলিয়া সে দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

বড়বউ প্রমদার মুখের দিকে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল, "ও কি কারুর কথা শোনার মানুষ! ওর সঙ্গে ত আর পার্‌ব না, যা ধর্‌বে তা না করে ত ছাড়্‌বে না, কি আর বলব!" এই মৌখিক দৃশ্যতঃ তিরস্কারের অন্তরালে কতখানি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ ও আনন্দ প্রচ্ছন্ন ছিল, বড়

বউয়ের ঐ দৃষ্টির ভিতর দিয়া তাহা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

ইহারই সপ্তাহ দুই পরে মেজবউয়ের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় দাঁড়াইয়া মেজবউয়ের বড় দুইটী ছেলে মেয়ে দুই হাতে দুইটী বড় আম লইয়া খাইতে-ছিল, এমন সময় জগদীশের তিন বৎসরের ছেলে শান্তিরাম সেখানে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "মোনা আমায় একটু আম দিবি?" বলিয়া হাত বাড়াইল। অদূরে মেজবউ দাঁড়াইয়াছিল, মোনা ও মেনী আম দুইটী হাতে করিয়া তাহার নিকট গিয়া কহিল, "দেখ্ না মা, শান্তি আম চাচ্চে, ওরা বুঝি আম খেতে পায় না?"

মেনী কহিল, "না হ'লে বুঝি কেউ চাইতে আসে!"

শান্তি সব সময় প্রমীলার কাছেই থাকিত, তাই তাহাকে দেখিতে না পাইয়া প্রমীলা উপরে খুঁজিতে আসিতেছিল, মোনার কথায় স্তব্ধ হইয়া সিঁড়ির উপর সে দাঁড়াইয়া পড়িল।

মেজবউ অনুচ্চস্বরে তাহার ছেলেমেয়েদের বলিল, "তোরা শীগ্‌গির শীগ্‌গির খেয়ে ফেল না।"

প্রমীলা তাহাদের অতি নিকটেই ছিল, একথাও তাহার কানে গেল।

সে মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দ্রুতপদে বারান্দায় আসিয়া শান্তিরামকে কোলে তুলিয়া লইয়া সস্নেহে তাহাকে একটী চুম্বন করিয়া নীচে নামিয়া গেল। বাক্স হইতে দশটা টাকা বাহির করিয়া তখনই এক শত বড় বড় আম আনাইয়া প্রথমেই শান্তির হাতে দুইটী আম তুলিয়া দিল, তাহার পর শ্বশুরের জন্য বাছিয়া পাঁচটী আম পৃথক্ করিয়া রাখিয়া, মেজভাশুর মেজবউ তাহাদের তিন ছেলে মেয়ে, ঝী চাকর প্রত্যেককে গড়ে দুইটী করিয়া আম উপরে পাঠাইয়া দিয়া, বাকি বড়জার ছেলে মেয়ে, নিজের ছেলে ও বাটীর অপরাপর সকলকে ভাগ করিয়া দিল। প্রমীলা যখনই যাহা-কিছু কিনিত, তাহা এমনই করিয়া সকলকে সমান করিয়া ভাগ করিয়া দিত!

বাসন্তী কাপড় কাচিয়া উপরে উঠিতেছিল, সাম্‌নে আমের ঝুড়ি লইয়া ছোটবউকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "কোথায় কিছু নেই, এক ঝুড়ি আম কেনা হ'ল যে! মাঝে মাঝে তোর ঘাড়ে ভূত চাপে না কি?"

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, "ভূত চাপ্‌তে যাবে কেন দিদি! শান্তিরাম আম খেতে চাইলে যে।"

বড়বউ হাসিয়া কহিল, "তাই একেবারে এক ঝুড়ি আম আনিয়েছিস্। আজ বুঝি মেজবউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হ'য়েচে?"

প্রমীলা কহিল, "না, মেজদিদির সঙ্গে ঝগড়া করতে কেন যাব দিদি! এ ক'টা আম না হ'লে সবাইয়ের কুলবে কেন?"

"তোর যা খুসী কর" বলিয়া বড়বউ চলিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নীচে নামিয়া বড়বউ দেখিল, ঝী আসে নাই; বাসনের কাঁড়ি উঠানে জমা হইয়া আছে। সে নিজের মনেই বলিতে লাগিল, "এত বেলা হ'ল এখনও এল না, আর কি মাগী আস্‌বে; এত করে বলে রাখ্‌লাম, না আসিস্ ত আগে বলে যাস্, তা কিছুতেই হ'ল না, কখন্ কি যে করব!"

প্রমীলা উপরের বারান্দা হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, "কি হ'য়েচে গো দিদি?"

বড়বউ কহিল, "ঝী মাগী এখনও আসে নি তাই বল্‌ছিলাম, সিষ্টির কাজ পড়ে রয়েচে।"

প্রমীলা কহিল, "তার আর কি হ'য়েচে, তুমি এখন ওপরে এস ত, তারপর যা হয় দেখা যাবে এখন।"

বড় বউ কহিল, "দেখ্‌বি আর কি! মাগী আজ আর আস্‌চে না, এখন ওপরে গিয়ে মিছে

আর দেরী করে কি হবে, যাই আবার কাপড় ছেড়ে এসে এটো কাঁটা পেড়ে বাসন মাজবার যোগাড় করা যাক্।"

প্রমীলা তথাপি উপরে আসিবার জন্য জিদ্ করিতে লাগিল, অগত্যা বাসন্তীকে উপরে যাইতে হইল। প্রমীলা কহিল, "দাঁড়াও না দিদি, আর একটু দেখা যাক্, না আসে তখন মেজদিদির ঝীকে দিয়ে বাসন বাজাব।"

বাসন্তী হাসিয়া কহিল, "ও আমার কপাল, এই জন্যে বুঝি আমায় ওপরে ডেকে আনা হ'ল, এতক্ষণ যে আমার অনেক কাজ হয়ে যেত!" মনে মনে কহিল, হায়! সকলেই যদি তোর মত হইত ছোটবউ, তাহা হইলে সংসারে কোন দুঃখ কষ্ট থাকিত না।

প্রমীলা কহিল, "আচ্ছা তুমি দেখ না দিদি।"

প্রমীলা মেজবউয়ের কক্ষে প্রবেশ করিতে গিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার মেজ-ভাশুর কক্ষের মধ্যে বসিয়া আছেন, ঝী ছেলে

কোলে করিয়া ছাদের উপর ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, সে গিয়া মেজবউকে ডাকিয়া দিল।

মেজবউ আসিতেই প্রমীলা কহিল, "মেজদি আজ বাসন-মাজার ঝী আসেনি।"

লাবণ্য কহিল, "তা আমি কি কর্‌ব!"

প্রমীলা কহিল, "তোমার ঝীকে যদি মেজদি বলে দাও বাসন ক'খানা মেজে দিতে।"

লাবণ্য কহিল, "তা আমি বল্‌তে পার্‌ব না, দু' একখানা হ'ত তা'লে হয় ত ও মরেপিটে মেজে দিতে পার্‌ত, এক কাঁড়ি বাসন মাজা কি ওর কাজ!"

প্রমীলার মুখখানি এতটুকু হইয়া গেল। সে যে বড়মুখ করিয়া তাহার মেজদিদির কাছে আসিয়াছিল! ঘরের ভিতর হইতে জ্যোতিষচন্দ্র পত্নীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওগো দেখ, খোকার ঝীকে বাসন মাজতে দিয়ো না, অসুখ কর্‌লে ভারি মুস্কিল হবে।"

খানিক পরে মেজবউ নীচের উঠানে গিয়া

দেখিল, প্রমীলা কল্‌তলায় বসিয়া বাসন মাজিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মেজবউকে দেখিয়া প্রমীলা হাসিয়া কহিল, "মেজদি থালখানা ধুয়ে দেবে! আমি বেশ করে মেজেচি, শুধু কলের নীচে পেতে দিলেই হবে।"

প্রমদা নিকটেই দাঁড়াইয়াছিল, সে কহিল, "তুমি যে কি বল ছোটবউ তার ঠিক নেই, মেজবউ দেবে কিনা তোমার বাসন ধুয়ে!"

প্রমীলা তেমনই হাসি মুখে কহিল, "মেজদিদিও ত বাড়ীর একজন, আমরা যদি বাসন মাজ্‌তে পারি, মেজদি শুধু একখানা ধুয়ে দিতে পারে না!"

অদূরে বাসন্তী রান্নাঘর 'মুক্ত' করিতেছিল, প্রমদার কথায় তাহার অসহ্য বোধ হইল। সে কহিল, "তুমি ঠাকুরঝি ভারি একচোকো, ছোট-বউ ত আর গরীব দুঃখীর মেয়ে নয় সেও মস্ত লোকের মেয়ে, বাসনমাজাই কি তার কাজ— তার বেলা ত তুমি বেশ চুপ্‌টি করে আছ। ও আমাদের লক্ষ্মী বোন, তাই সব তাতেই ছুটে এসে

পড়ে, ইচ্ছে করলে ও—" বলিয়া বড়বউ থামিয়া গেল।

ইতিমধ্যে প্রমীলার বাপের বাড়ীর দরওয়ান তিনটি ঝীকে সেখানে আনিয়া হাজির করিল। এই দরওয়ানটি প্রত্যহ সকালে আসিয়া প্রমীলার খোঁজ লইয়া যাইত, আজ আসিবামাত্র প্রমীলা তাহাকে বলিয়াছিল, "রামদিন্, এখনই তুজন ঝী আন্‌তে হ'বে, বলো, যা তারা চায় তাই দেব।"

দরওয়ানকে পাঠাইয়া দিয়া ঝীর অপেক্ষা না করিয়াই প্রমীলা বাসন মাজিতে বসিয়া গিয়াছিল। এখন সে জিদ্ করিয়া তিনজন ঝীকেই নিযুক্ত করিল।

আর একদিন সকালবেলা মেজবউ ছোটবউয়ের সঙ্গে খুব ঝগড়া করিল। ছোটবউয়ের সেদিন কোন দোষই ছিল না। মেজবউ যতই রাগিতে রাগিতে কথার উপর কথা বলিতে লাগিল, প্রমীলা ততই হাসির মাত্রা বাড়াইয়া দিল। তাহাতে লাবণ্য আরও চটিয়া গেল। অবশেষে সে বাধ্য

হইয়া ক্ষান্ত দিয়া সশব্দ পদবিক্ষেপে উপরে চলিয়া গেল, যাইবার সময় বলিয়া গেল, "তোদের মত অভদ্দর ছোটলোকের সঙ্গে আজ থেকে আমি আর কোন সম্বন্ধ রাখ্‌ব না, আসুক সে আজ।"

প্রমীলা হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা দেখা যাবে'খন মেজদি!"

সেদিন দুপুর বেলা লাবণ্য নিজের ঘরে শুইয়াছিল, পাশে ঝী বসিয়া হাওয়া করিতেছিল, প্রমীলা বড়বউয়ের ছোট ছেলেটিকে কোলে করিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। পদশব্দে লাবণ্য একবার চাহিয়া দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইয়া শুইল; সমস্ত মুখের উপর তাহার বিরক্তির ভাব সম্যক্ অভিব্যক্ত হইয়া উঠিল। প্রমীলা ডাকিল, "মেজদি!"

লাবণ্য কথা কহিল না, তাহার পরিবর্ত্তে ঝী তেমনই ভাবে হাওয়া করিতে করিতে মুখ না তুলিয়াই নিজে নিজে বলিতে লাগিল, "এই সারা সকাল জ্বালিয়েও আশা মিট্‌ল না, দুপুরবেলা মানুষ

কোথায় একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ঘুমুবে, তাও কি না রেহাই নেই!"

প্রমীলা ঝী-চাকরের এইরূপ স্পর্দ্ধা সহ্য করিতে পারিত না। সে ধমক দিয়া উঠিল, "তোর ভারি যে বাড় হ'য়েচে, আমরা বোনে বোনে যাই করিনে কেন, তোর তাতে কি রে? মনে করচিস্ এ কথায় মেজদি তোর ওপর ভারি খুসী হ'বে, মেজদি আমাদের সে রকমই নয়!" বলিয়া ঝীর হাত হইতে পাখা-খানি কাড়িয়া লইয়া বলিল, "যা, চলে এ ঘর থেকে, আমি হাওয়া কর্‌চি।"

ঝী হন্‌হন্ করিয়া কক্ষের বাহির হইয়া গেল। লাবণ্য এবার কথা কহিল, "অত আদিখ্যেতায় আর কাজ নেই, তোমায় আর হাওয়া করতে হবে না। এমনই করে দিনরাত একজনের পেছনে লাগ্‌তে হয়!"

প্রমীলা পাখাখানি শয্যার উপর রাখিয়া ছেলে-টাকে সেইখানে বসাইয়া দুই হাতে লাবণ্যের পা জড়াইয়া কহিল, "ঘাট হয়েচে মেজদি, মাপ কর।"

লাবণ্য তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে গেল, কিন্তু প্রমীলা পা দু'খানি শক্ত করিয়া ধরিয়া থাকায় সে উঠিতে পারিল না; কহিল, "কি করিস্ ছোট বউ, আমার লাগ্‌চে যে, পা ছেড়ে দে।"

প্রমীলা হাসিয়া কহিল, "তুমি আগে বল মেজদি, মাপ করেচ, তবে ছাড়্‌ব, না হ'লে কিছুতেই ছাড়্‌ব না ত।"

লাবণ্য অগত্যা বলিতে বাধ্য হইল, "হাঁ করেছি।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ওপাড়ার একজনদের বাড়ী সকলের নিমন্ত্রণ। ছেলেপুলেরা সাজ-গোজ করিতেছে, ছোটবউ প্রমীলা তাহার বড়জার ঘরে বসিয়া ছেলেদের কাপড় পরাইতেছিল। তাহার পুত্রটি বাসন্তী দেবীর কোলের উপর বসিয়া খেলা করিতেছিল, এমন সময় মেজবউয়ের ছেলে মেয়েদের হাত ধরিয়া দাসীঠাক্‌রুণ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেমেয়ে দুইটীর গায়ে সাহেবী ধরণের মূল্যবান্ পোষাক ঝক্‌মক্ করিতেছিল। বাসন্তী তাহাদের কাছে বসাইয়া বলিল, "বাঃ বেশ মানিয়েচে ত!"

বাসন্তীর ছেলে মেয়েরা তাই দেখিয়া অমনই বায়না ধরিয়া বসিল, "এ জামা আমরা পরব না, ওদের মত জামা পরব কাকিমা।"

বাসন্তী ধমক দিয়া উঠিল, "অত আহিন্ধে কেন, যা দেখ্‌বি, তাই বুঝি পরতে হবে! অমন যদি শিখ্‌বি, তা হ'লে তোদের আর কোথাও যেতে দেব না।"

তাহারা চুপ করিয়া গেল। ছোটবউ বলিল, "তা হবে না দিদি, ওদেরও ঐ রকম পোষাক কিনে দিতে হবে; এক বাড়ীরই ত ছেলে, ওরা কেন খারাপ পোষাক পরে যাবে।"

বাসন্তী বিরক্ত হইয়া কহিল, "তুই থাম্‌ প্রমীলা, ছেলেমেয়েদের অত আস্কারা দিস্‌নি, এখন থেকে যা বায়না ধরবে তাই যদি ওরা পায় তা হ'লে একেবারে গোল্লায় যাবে—একজন পরেচে বলে কি আর পাঁচজনকেও পরতে হবে?"

প্রমীলা কহিল, "কেন মেজদি তবে ওদের দেখাতে পাঠালে, ছেলেমানুষ, এরা কি অত শত বোঝে!"

বাসন্তী কহিল, "ওরা না বুঝলেও আমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে, তা ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে কি আমাদেরও নাচতে হবে নাকি! আমরা গেরস্ত

মানুষ, আমাদের ছেলেমেয়েদের অত দামী পোষাক কোত্থেকে পরাব।”

দাসী এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবার এক গাল হাসিয়া কহিল, “আমাদের বড়বউদিদিই ঠিক কথা বলেচেন, গেরস্ত লোকের ছেলেপুলেদের অত ওপর দিকে নজর কেন; ও কি কম টাকার কাজ দিদিমণি! এই দুটা পোষাক শুনলাম তিনকুড়ি টাকায় কিনে এনেচে, ছোটবউদিদিমণি ত বোঝে না, তাই বলে ফেল্লে, ওরাও ঐ পোষাক পরবে, ও পোষাক পরান কি তোমার আমার মত লোকের কাজ।”

প্রমীলার অন্য কোন দোষ না থাকিলেও সে স্বভাবতঃ ভারি জেদী। একে সে ঝী-চাকরের বাড়াবাড়ি মোটেই সহ্য করিতে পারিত না, তাহার উপর মেজবউয়ের ঝী যখন তাহার মুখের উপর এত বড় কথা বলিল, তখন সেই জিদ্‌টা তাহাকে একেবারে শক্তভাবে চাপিয়া ধরিল। কিন্তু ভিতরে খুব ক্রুদ্ধ হইলেও, সে বাহিরে কাহাকেও কটু কথা

বলিতে পারিত না। তাই বাঁকে কিছু বলিল না, শুধু একটু উঁচু গলায় কহিল, "কি এত বড় কথা!" বলিয়া তখনই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পর বাক্স খুলিয়া এক শত টাকা বাহির করিয়া তাহার স্বামীর হাতে দিয়া মিনতির সুরে কহিল, "তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে ঐ রকম তিনটি পোষাক এখনই কিনে দিতে হবে।"

ক্ষিতীশচন্দ্র তাহার পত্নীকে চিনিত। সে যখন ধরিয়াছে তখন আনিয়া দিতেই হইবে, না হইলে রক্ষা নাই! কান্নাকাটি করিয়া একেবারে অস্থির করিবে!

প্রমীলার বড়ভাশুর তখন বাহিরের রোয়াকে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, ক্ষিতীশচন্দ্রকে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাচ্চিস্ রে?"

তাহার দাদার কথার কি উত্তর দিবে ক্ষিতীশচন্দ্র সহসা তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। অনর্থক এতগুলা টাকা নষ্ট করিতে চলিয়াছে একথা বলিতে

তাহার কেমন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল; কিন্তু উত্তর ত দিতে হইবে। অথচ দাদার কাছে মিথ্যা বলা ত চলিবে না। তাই একটু চিন্তা করিয়া উত্তর করিল, "ছেলেদের জন্য দু'টো জামা কিন্‌তে হবে।"

জগদীশ একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এমন সময় হঠাৎ জামার এত দরকার হ'ল যে?"

ক্ষিতীশচন্দ্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, "কি জানি।"

জগদীশ বুঝিল, নিশ্চয়ই এ ছোটবউমার কাণ্ড! তিনি কহিলেন, "বউমার ফরমাস বুঝি, জামার জন্যে তোকে কতগুলো টাকা দিয়েচেন?"

ক্ষিতীশচন্দ্রের ভারি লজ্জা বোধ হইতেছিল, সে অবনতমুখে ধীরে ধীরে কহিল, "এক শ।"

জগদীশ হাসিয়া বলিল, "সেই জন্যেই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম, ও আমি আগেই এঁচেছিলাম—আয় আমার সঙ্গে।"

জগদীশের অনুসরণ করিয়া ক্ষিতীশ উপরের ঘরে গেল। ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া জগদীশ

কহিলেন, "ওগো, বউমাকে বল, টাকা ক'টা আমি নিলাম, আমার জামা-কাপড় মোটেই নেই, কিছু কিনে নিয়ে আসি।"

বাসন্তী প্রমীলার দিকে চাহিয়া হাসিয়া কহিল, "শুন্‌লি ত, বল্ না কি জবাব দি?"

প্রমীলা চুপি চুপি কহিল, "একথার জবাব কি দেবে তাও বুঝি দিদি আবার আমাকে বলে দিতে হ'বে। উনি চাচ্চেন, এত আমার সৌভাগ্য, এর ওপর আবার কথা আছে!"

বাসন্তী তেমনই হাসি মুখে স্বামীকে কহিল, "শুন্‌তে পেলে তোমার ছোটবউমা কি বল্‌লেন, —তিনি বল্‌চেন তাঁর নাকি ভারি সৌভাগ্য।"

প্রমীলা তাড়াতাড়ি বাসন্তীর কথায় বাধা দিয়া কহিল, "বড্ড দেরী হ'য়ে গেছে, ছেলেদের কাপড়-চোপড়গুলো পরিয়ে দিই।" ছেলেমেয়েদের দিকে চাহিয়া বলিল, "আজ বাবা তোরা এই পোষাক পরে যা, তার পর আর এক দিন তোদের ঐ রকম পোষাক এনে দেব।"

ছেলেমেয়ে কয়টী তাহাদের কাকিমার ভারি বাধ্য। তাহারা তখনই উত্তর করিল, "হাঁ কাকিমা, আমাদের এই কাপড়ই পরিয়ে দাও।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

একটী ঘটনায় প্রমীলার হাসিভরা মুখখানি শ্রাবণের আকাশের মত সহসা ভারি হইয়া উঠিল এবং বর্ষার মেঘের মতই তাহার হাস্যোজ্জ্বল মুখের উপরে সেই কালো ছায়া ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

লাবণ্যের ঘরে প্রতিদিনই হারমোনিয়াম বাজিত, তাহার সঙ্গে সুর মিলাইয়া লাবণ্য সঙ্গীতের চর্চ্চা করিত। তাহার ভ্রাতারা সদাসর্ব্বদাই ভগ্নীকে দেখিতে আসিতেন, এবং বৈকালে জলযোগটা ভগ্নীর গৃহেই চলিত!

সেদিন কি একটা উপলক্ষে, বোধ করি, লাবণ্যর জন্মদিন উপলক্ষেই খাওয়া-দাওয়ার খুব ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। লাবণ্যর ঘরের সাম্নের ছাদে রান্না হইতেছিল। তাহার দুইটী ভাই ও তাহার স্বামীর তিন চারি জন বন্ধুর নিমন্ত্রণ ছিল।

তখন সহরের সমস্ত বাড়ীতেই সন্ধ্যার দীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গৃহলক্ষ্মীরা মঙ্গল-শঙ্খ বাজাইয়া বহুক্ষণ সন্ধ্যা-বন্দনা শেষ করিয়াছেন। উপরে বাহিরের ঘরে একটী স্বল্পোজ্জ্বল প্রদীপের সম্মুখে ভগবান দত্ত বসিয়া লাবণ্যর জ্যেষ্ঠ পুত্র মোনার সহিত গল্প করিতেছিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "কি রে শালা, আজ তোদের ওখানে কি রান্নাবান্না হচ্ছে, তোরা একাই খাবি, আমাকে কিছু দিবি নি?"

মোনা কহিল, "মাকে জিজ্ঞেস্ করে আসি, মা দেবে কি না।" বলিয়া বালক চলিয়া যাইতেছিল।

বৃদ্ধ তাহার হাতটি চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, "দাঁড়া শালা। আগে শুনিই কি রান্না হচ্ছে, তার পর যাবি জিজ্ঞেস করতে।"

মোনা বৃদ্ধের পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিল, "বুঝ্‌লে দাদাবাবু, মা আজ মস্ত এক কড়া রাজভোগ তৈরী করেচে।"

বৃদ্ধ ভগবান দত্ত রাজভোগ খাইতে খুব ভাল

বাসিতেন, কিন্তু নিজে পয়সা খরচ করিয়া খাইতে পারিতেন না; তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী বাজারের পয়সা হইতে কিছু কিছু জমাইয়া তাঁহাকে প্রায়ই রাজভোগ তৈয়ারী করিয়া খাওয়াইতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হইতে ভগবান দত্তের রাজভোগ খাওয়া একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সোনার মুখে রাজভোগের নাম শুনিয়া ভগবান দত্তের অনেক কথা মনে পড়িয়া গেল। পুরান স্মৃতি-গুলি একে একে তাঁহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে সোনাকে কহিলেন, "আচ্ছা সোনা, তোর মাকে বল্‌গে, আমাকে একটু রাজভোগ পাঠিয়ে দেয় যেন।"

সোনা চলিয়া গেল। বৃদ্ধ নীরবে বসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলেন। খানিকক্ষণ পরে কি শুনিয়া সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

জ্যোতিষচন্দ্র ও লাবণ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের প্রতীক্ষা করিয়া তাহাদের ঘরে বসিয়া গল্প করিতে-

ছিল, এমন সময় মোনা গিয়া কহিল, "মা, দাদাবাবু রাজভোগ চাইচেন।"

লাবণ্য বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল, "এর মধ্যে তাঁর কাছে রাজভোগের খবর গেল কি করে, এ নিশ্চয়ই ছোটবউয়ের কাজ!"

মোনা কহিল, "ছোট কাকিমা বলে নি ত, আমি বলেচি যে!"

লাবণ্য ক্রুদ্ধ স্বরে বলিল, "খুব ভাল কাজ করেচ! এমন বদ্ ছেলে ত কখন দেখি নি, ঘরে যা কিছু হবে অমনই বাইরে গিয়ে খবর দিয়ে আস্‌বে! ফের যদি ঘরের কোন কথা বাইরে বল্‌বি, মেরে পিঠের ছালচামড়া তুলে দেব!"

মোনা মুখখানি এতটুকু করিয়া সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

জ্যোতিষচন্দ্র কহিল, "কি হবে গো! যা হ'য়েচে তাতে কুলবে কি? এ ত আর বাজারে কিন্‌তে পাওয়া যায় না।"

লাবণ্য কহিল, "কুলবে আমার মাথা আর মুণ্ডু!

প্রথমটা আঁচ পাইনি, পরে বাটীতে ঢেলে দেখলাম, দাদা ও তোমার বন্ধুদের হ'য়ে, তোমার আমার কুলুলে হয়, অন্য ত দূরের কথা।"

জ্যোতিষচন্দ্র কহিল, "তা হ'লে চেপে যাও!"

লাবণ্য উত্তেজিত স্বরে কহিল, "চেপে ত যাবই, নিমন্ত্রণ ক'রে লোককে আধ-পেটা খাওয়ালে ত আর চল্‌বে না!"

পুত্র ও পুত্রবধূর এই কথায় নীচে বৃদ্ধ ভগবান দত্তের চোখ দিয়া দুই ফোটা জল গড়াইয়া পড়িল! ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁহার জীর্ণ বক্ষপঞ্জরগুলি দোলাইতে লাগিল!

দোতলার বারান্দায় প্রমীলা দাঁড়াইয়াছিল, সমস্ত কথা তাহার কানে গেল। পূর্ব্বে কিছুতেই সে রাগ করিত না, কিন্তু আজ সে সত্যই উদ্দীপ্ত ক্রোধে ফুলিতে লাগিল। শ্বশুর খাইতে চাহিয়াছেন তাহার উত্তরে এই কথা! এরা মানুষ! মেজদিদি না হয় পরের মেয়ে। কিন্তু মেজভাশুর তাঁহারই ত পুত্র, পিতারই জন্য ত মেজভাশুরের আজ এই সৌভাগ্য,

আর তাঁহার মুখে কি না এই কথা! এও সম্ভব! প্রমীলার ইচ্ছা হইতে লাগিল একবার উপরে গিয়া লাবণ্যকে কড়া কড়া দুই চার কথা শুনাইয়া আসে। সেদিন সে হয় ত তাহা করিত, কিন্তু মেজভাশুর ঘরে থাকায় সে ইচ্ছা মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখিল। এত দিন মেজবউয়ের সমস্ত কথা, সমস্ত ব্যবহারই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিত। কোন কথা লইয়া সে অন্তরের মধ্যে কখনও কোন আলোচনা করিত না। কিন্তু আজিকার এই ব্যবহারে তাহার অন্তরটা সত্যই ব্যথিত হইয়া উঠিল! তাহার মনে হইল লাবণ্যর এই ব্যবহার সমস্ত নারীজাতির উপর একটা প্রকাণ্ড কলঙ্কের ছাপ মারিয়া দিয়াছে!

সে আর বেশীক্ষণ ভাবিতে পারিল না। তাহার শ্বশুর কোন দিনই কিছু চাহিয়া খাইতেন না, আজ যখন তিনি মুখ ফুটিয়া একটা জিনিষ খাইতে চাহিয়াছেন, তখন যেমন করিয়া হউক তাহা সে তৈয়ারী করিবে। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়া ছেলেদের জন্য যে দুধ ছিল, তাই কড়ায়

ঢালিয়া একটা উনানের উপর বসাইয়া দিল। একখানি পাখা লইয়া জোরে জোরে হাওয়া করিতে করিতে উৎসুক নয়নে সে কড়ায় দুধের দিকে বারবার চাহিতে লাগিল। উঃ, এত দেরী!

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বড়বউ ছেলেদের ঘুম পাড়াইয়া নীচে আসিয়া দেখিল, প্রমীলা দুই হাতে পাখা ধরিয়া প্রাণপণে উনানে হাওয়া করিতেছে।

সে কোন কথাই জানিত না, তাই আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "রাত্তিরে এ আবার কি হ'চ্চে?"

বাসন্তীকে পাইয়া প্রমীলা যেন বাঁচিয়া গেল। সে মহানন্দে কহিল, "দিদিমণি এসেছ, বাঁচলাম একলা পেরে উঠ্‌ছিলাম না! বাবা যে রাজভোগ খেতে চেয়েচেন।"

তখন দুই জায়ে মিলিয়া রাজভোগ তৈয়ারী করিতে বসিয়া গেল।

খানিক পরে প্রমীলা তাহার শ্বশুরের ঘরে প্রবেশ করিতেই, তিনি মুখ তুলিয়া দেখিয়া কহিলেন, "কি চাই মা?"

প্রমীলা ধীরে ধীরে উত্তর করিল, "রাজভোগ আন্‌ব বাবা ?"

বৃদ্ধের বুকটা আবার জ্বালা করিয়া উঠিল। আবার রাজভোগ! তাঁহার মনে হইল ওপরের বাবুদের খাওয়ার পর পাতে বোধ হয় কিছু পড়িয়াছিল, তাই তাঁহার মধ্যম পুত্র ও পুত্রবধূ তাঁহাকে খাইতে পাঠাইয়াছেন!

বৃদ্ধকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া প্রমীলা আবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা এখনই আন্‌ব কি, না, একটু দেরীতে খাবেন ?"

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "মেজবউমার আস্‌তে লজ্জা হ'ল বুঝি, তাই তোমায় দিয়ে পাঠিয়েছেন ?"

প্রমীলার এতক্ষণ সন্দেহ ছিল হয় ত তাহার শ্বশুর মেজদিদির সমস্ত কথা শুনিয়াছেন। বৃদ্ধের এই প্রশ্নে তাহার অন্তরের মেঘটা কাটিয়া গেল। তাহা ছাড়া কোন দিনই কোন কাজ করিয়া বাহাদুরী লওয়া তাহার অভ্যাস ছিল না, তাই বৃদ্ধের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিয়া ফেলিল, "হাঁ বাবা।"

বৃদ্ধ তীব্রস্বরে কহিলেন, "সকলে মিলে তোমরা আমায় পাত্রের এঁটো খাওয়াবেই, না, ছোট বউমা ?"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল। মিথ্যার আশ্রয় লইয়া তাহার মেজদিদির দোষ ঢাকিতে গিয়া সে এ কি করিয়া বসিল! তাহার শ্বশুর তাহা হইলে সমস্তই শুনিয়াছেন! এখন সত্য কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে গেলেও, তাহার শ্বশুরের নিকট সেইটাই হয় ত মিথ্যা বলিয়া বোধ হইবে। হায়! সে কি করিবে, কি করিয়া তাঁহাকে বুঝাইবে সে মিথ্যা কথা বলিয়াছিল! রুদ্ধ ক্রন্দন বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিবার জন্য তাহার সারা দেহখানি ধরিয়া সজোরে নাড়া দিতে লাগিল! প্রমীলা স্থির করিল, সত্য কথাই বলিবে! বাবা বিশ্বাস না করেন, তাঁর পা ছুঁইয়া শপথ করিবে। এই স্থির করিয়া সে ডাকিল, 'বাবা!' সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চোখ দিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। অঞ্চলপ্রান্তে চোখ মুছিয়া সে কহিল, "বাবা, আমি মিথ্যা কথা

বলেচি, মেজদিদির জিনিষ আনি নি, কখনও আন্‌তে যাব না," দিদিমণি আর আমি দু'জনে মিলে তৈরী করেচি।"

বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "তোমরা তৈরী করেচ, আমি কেন খাব না মা, যাও নিয়ে এস গে।"

প্রমীলার মুখখানি আবার হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

এই ঘটনার পর হইতে প্রমীলার চরিত্রের কিছু পরিবর্ত্তন হইল। অন্য সকলের সহিত সে পূর্ব্বের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল, কিন্তু লাবণ্যর সহিত কোনরূপ হাসি-তামসা সে আর করিত না। সে দিনকার অত বড় হৃদয়হীনতার পর লাবণ্যর প্রতি প্রমীলার ঘৃণা তাহার অন্তরের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সে সাধ্যমত লাবণ্যকে এড়াইয়া চলিতে লাগিল। তজ্জন্য লাবণ্য তাহাকে মাঝে মাঝে দু' চার কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িত না, কিন্তু সে কোন কথার উত্তর দিত না, কিম্বা

আগেকার মত হাসিয়া উড়াইয়া দিবারও চেষ্টা করিত না—সে তখনই সেই স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইত।

একদিন বাসন্তী ও প্রমীলা তাহাদের ঘরের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া গল্প করিতেছিল, লাবণ্য আসিয়া সেখানে বসিল। বাসন্তী তাহার সঙ্গে কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু প্রমীলা মুখটী বুজিয়া বসিয়া রহিল, শেষে একথা সেকথার পর লাবণ্য যখন বলিল, "দেখ দিদি, আমাদের শ্বশুর-ঠাকুর বেশ মজার লোক, এক পয়সা খরচ করতে হ'লে ত তিনি একেবারে মারা যান, কিন্তু এদিকে তাঁর খাওয়ার সখ্‌টা খুব আছে, এই সেদিন—"

প্রমীলার দুইটী চোখ ধ্বক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল, "থাম মেজদিদি, এ বাড়ীতে বসে আর ও কথা মুখে এন না, ও কথা শুন্‌লেও পাপ!"

তাহার এই তিরস্কারে লাবণ্য আগুন হইয়া কহিল, "বেশ কর্‌ব বল্‌ব, তুই বারণ করবার কে?

কেন, এত কিসের দায়, আমি এ বাড়ীর কারু খাই, না পরি, যে ভয় করে চল্‌ব! তোর ভাল না লাগে তুই উঠে চলে যা না।"

প্রমীলাও উত্তেজিত হইয়া কহিল, "বল্‌তে হয় তোমার ঘরে গিয়ে বল গে, এখানে নয়।"

লাবণ্য ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল, সে কহিল, "আচ্ছা।"

নবম পরিচ্ছেদ

বাল্যকাল হইতেই জগদীশের শরীর তেমন ভাল ছিল না। ডাক্তার খুব সাবধানে থাকিতে বলিতেন, তাঁহার কেমন আশঙ্কা হইত, একবার যদি বেশী জ্বর হইয়া পড়ে, তাহা হইলে তাহাকে বাঁচানই হয় ত দুরূহ হইবে। ডাক্তারের পরামর্শমত জগদীশ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা সত্বেও একদিন আপিসের পর মাথায় বিষম বেদনা অনুভব করিয়া শয্যাগ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেহ আগুনের মত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। রাত্রেই ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া গেলেন। তিনি সেদিন কাহাকে কিছু বলিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার তেমন ভাল বোধ হইল না।

রোগ সমানভাবে চলিতে লাগিল। দশ দিন কাটিয়া গেল, কমিবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না,

বরং রোগটা যেন দিন দিন জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। ডাক্তাররা বলিলেন, এ পীড়া শীঘ্র সারিবার নহে ; অনেক ভোগ আছে।

জগদীশ জীবন-মরণের মধ্যস্থলে পড়িয়া রহিল। প্রমীলা ও বাসন্তী দিন রাত জাগিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমে জগদীশের সেবা করিতে লাগিল। প্রমীলার মুখে আর সে হাসি ছিল না। সেদিনও রাত্রি প্রায় দুইটা অবধি প্রমীলা ভাশুরের শিয়রের কাছে দাঁড়াইয়া হাওয়া করিল।

পরদিন বেলা আটটা বাজিয়া গেল, তবুও প্রমীলাকে আসিতে না দেখিয়া বাসন্তী তাহার শয়নকক্ষে খোঁজ লইতে গিয়া দেখিল, প্রমীলা চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে, তাহার শিয়রের কাছে ক্ষিতীশ নিঃশব্দে বসিয়া আছে। সে কক্ষে প্রবেশ করিতেই ক্ষিতীশচন্দ্র উঠিয়া দাঁড়াইল। বাসন্তী প্রমীলার গায়ে হাত দিয়া দেখিল, খুব জ্বর! সে স্পর্শ করিল, তবুও প্রমীলা চাহিল না ; ভীতিবিহ্বলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো, কখন এমন জ্বর হ'ল

কাল রাত্তিরে যখন উঠে এল, তখনও কিছু বলে নি ত?"

ক্ষিতীশ কহিল, "জ্বরটা বেড়েচে ভোর বেলা থেকে, তার পর থেকেই এমনই বেহুঁস হ'য়ে আছে।"

বাসন্তী ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্বর তা হ'লে আগে থেকেই হ'য়েছিল বুঝি?"

ক্ষিতীশ কহিল, "হ্যাঁ বউদিদি, দিন সাতেক আগে থেকেই ওর গা কেমন গরম-গরম বোধ হ'ত, মাথাও বোধ হয় ধর্‌ত, তুমি ত জান বউদিদি, ও ত কাউকে কিছু বলে না, হঠাৎ রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেলে শুন্‌তে পেতাম, ও মাথাটা টিপে ধরে উঃ, আঃ করচে।"

বাসন্তী কহিল, "মানুষের শরীরে আর কত সইতে পারে ঠাকুরপো, নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, দিন নেই, রাত নেই, সব সময়েই তাঁর সেবা করা, ও কি কারু কথা শোনে! কত বারণ করেছি, শেষে না পেরে ধমকেচি—তবুও সে শুন্‌ত না—বেশী

ধম্‌কাবারও যো নেই, তা হ'লেই ও যে কেঁদে ফেলে! ঠাকুরপো! ওর ভরসাতেই আমি বুক বেঁধে ছিলাম, ভগবান কি এমনই করে আমাদের মার-বেন!" বলিতে বলিতে বাসন্তী কাঁদিয়া ফেলিল।

দুই হাতে চোখ মুছিয়া বাসন্তী ডাকিল, "ছোট-বউ, ও ছোটবউ।" তবুও কোন সাড়া নাই। সে আবার ডাকিল, "প্রমীলা, ও প্রমীলা চেয়ে দেখ্?"

এবার প্রমীলা চমকিয়া চোখ মেলিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিতে যাইতেছিল, বাসন্তী তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "উঠ্‌ছিস্ কেন, শো, তোর যে অসুখ করেচে।"

প্রমীলা ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "বট্‌ঠাকুর কেমন আছেন দিদি?"

বাসন্তী কহিল, "ভাল আছেন, তুই শো।"

প্রমীলা আবার যেন ঘুমাইয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পর দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রমীলা তাহার বাপের বাড়ীই রহিয়াছে। যমদেবের সহিত যুদ্ধে প্রমীলার পিতা জয়লাভ করিয়াছেন। অসুখের প্রথম মুখেই সংজ্ঞা-হীনা কন্যাকে তাহার পিতা আপন আলয়ে লইয়া আসিয়া চিকিৎসা করাইয়া, স্বাস্থ্যকর স্থানে হাওয়া খাওয়াইয়া, মরণের কঠিন গ্রাস হইতে তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। এখন প্রমীলা সম্পূর্ণ সুস্থ। কিন্তু সে কেমন এক রকম গম্ভীর হইয়া গিয়াছে। শ্বশুরবাড়ী কি হইতেছে, সে বিষয়ে কেহ কোন খবর তাহাকে দেয় না। ভাশুরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার পিতামাতা বলেন, সে এখন অনেক ভাল। সে আরও কত কথা জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু

কেহই আর বেশী কিছু তাহাকে ব'লে না। সে ভাবিত, পনের দিনের উপর হইল, তাহারা কলিকাতার বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছে, কই একবারও ত তিনি তাহাকে দেখিতে আসিলেন না? ভাশুর যখন ভাল আছেন, তখন তিনি কি দুই এক ঘণ্টার জন্যও সময় করিয়া আসিতে পারেন না! তাহার এত বড় অসুখ গেল, যমের দুয়ার হইতে ফিরিয়া আসিল, তবু একবার তিনি দেখিতে আসিলেন না! সহসা তাহার বুকটা কেমন করিয়া উঠিল। ভাশুরের অসুখ বাড়েনি ত? এর বেশী সে আর কিছু মনে আনিতে পারিল না।

আরও সপ্তাহ খানেক কাটিয়া গেল। দিন দিন সে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রতিদিনই সে তাহার পিতামাতাকে বলিত, আমাকে তোমরা শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দাও, একবার দেখিয়া আসি, তারপর এখানেই থাকিব।

"তোর শরীর এখনও ভাল ক'রে সারে নাই, এখন সেখানে গেলে, তোকে নিয়ে তারা পাঁচজনে

বিব্রত হ'য়ে পড়বে—একটু সেরে নে।" এই বলিয়া তাহার জনকজননী তাহাকে থামাইয়া রাখিতেন। পাঁচ ছয় দিন প্রমীলা চুপ করিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর একদিন সে জিদ ধরিয়া বসিল, আমি আজ যাইবই।

তাহার পিতামাতা জানিতেন, তাহার কন্যা যখন জিদ্ ধরিয়াছে, তখন তাহাকে আর কিছুতেই নিরস্ত করা যাইবে না—সে কান্নাকাটি করিবে, কিছু মুখে দিবে না, তাহাতে আরও বিপরীত ফল ফলিবে। তাহা ছাড়া পরশু দিন ত তাহাকে যাইতেই হইবে। মাঝে মাত্র একটা দিন আছে; এই এক দিনের জন্য কেন তাহাকে আর যন্ত্রণা দেওয়া।

সেদিন সন্ধ্যার পর প্রমীলা তাহার পিতার সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যাত্রা করিল। সঙ্গে তাহার জননীও গেলেন। পথে গাড়ীর মধ্যে তাহাকে এ কথা সে কথা বলিয়া কত রকমে তাঁহারা বুঝাইতে লাগিলেন।

আজ দুদিন প্রমীলা শ্বশুরবাড়ী আসিয়াছে। সারা দিন সারা রাত অবিশ্রান্ত কাঁদিয়াছে, তাহার

ভাণ্ডারের ঘরের মেঝের উপর আছড়াপাছড়ি করিয়াছে ; তাহার মাতা পাশে বসিয়াছিলেন, তিনি কোন রকমে তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই ; এমন কি তাহার সেদিনকার অবস্থা দেখিয়া বাসন্তী অবধি ক্রন্দন রোধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। পর-দিন সে আর উঠিতে পারে নাই।

আজ সে বারান্দায় আসিয়া বসিয়াছে। পাশে ময়লা একখানি থান পরিয়া গালে হাত দিয়া বাসন্তীও বসিয়াছিল। বাসন্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্রটীও রেলিং ধরিয়া সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। দশ বৎসরের বালক, এক খানা থান ফাঁড়িয়া অর্দ্ধেকটা সে পরিয়া আছে, বাকি, অর্দ্ধেকটা তাহার গলায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহার মুখে হাসি ছিল না।

প্রমীলা ডাকিল, "দিদি !" সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু চোখের জলের বন্যায় বাকি সব কথা ভাসিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে কাঁদিল, বাসন্তীও কাঁদিল ! প্রমীলা চোখ মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমাকে একবার খবর

দিলে না, শেষ সময়ে তাঁর সেবা কর্‌তেও পারলাম না। আচ্ছা দিদি শেষটা কি হ'ল?"

বাসন্তী কহিল, "শেষটা কেমন বিগারের মত হ'ল, ভোর বেলা চলে গেলেন! বিকেল থেকে সারা রাত্রি ভুল বক্‌তে লাগলেন, মাঝে মাঝে দুই একটা ঠিক কথাও বল্‌ছিলেন—মেজঠাকুরপোর হাত ধরে বল্‌লেন, তখন প্রায় রাত্রি ন'টা, জ্যোতিষ ভাই, আমার ছেলেরা রইল—দেখিস্‌। তার পর বার দুই ছোটবউমা এসেছেন, ছোটবউমা এসেছেন, এই কথা জিজ্ঞেস কর্‌তে কর্‌তে আবার যে ভুল বক্‌তে আরম্ভ করলেন সে ভুল-বকা আর থাম্‌ল না।" এমন সময় লাবণ্য আসিয়া সেখানে বসিল। তাহার হাতে একখানি রুমাল, সেই রুমালখানি দিয়া চোখ দুইটী ঢাকিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। প্রমীলা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিল না। সে আবার বাসন্তীকে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ দিদি চিকিৎসা সেবা শুশ্রূষার কমি হয় নি ত?"

বাসন্তী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর

ধীরে ধীরে কহিল, "গেরস্ত মানুষের যতদূর সাধ্য তা হয়েচে বই কি! এক আধ দিন নয় ত, ছ'মাস বিছানায় পড়েছিলেন, বাবা আর কত খরচ কর্‌তে পারেন। ছোট্‌ঠাকুরপোকে দেখেছ ত? আহা, তার একলার ওপর দিয়ে কত কষ্টই না গেছে! মানুষের যা সাধ্য সে তা করেচে।"

লাবণ্য তখন চোখ হইতে রুমালখানি টানিয়া লইয়া বিরক্তিভরে কহিল, "তা বল্‌বে বৈ কি দিদি এখন—উনি যে এত করলেন তা একবার নামও করলে না। আমাদের কথা বল্‌বেই বা কেন দিদি, আমরা ত আর ছোটবউয়ের মত অমন লোক-দেখান ঢংও শিখি নি, আবার কারু এমন বিপদের সময় মিথ্যে অসুখের নাম করে পাঁচ-জায়গায় হাওয়া খেয়েও বেড়াতে পারি নি, আমাদের নাম করবে কেন দিদি!"

বাসন্তী জানিত, এখন তাহাকে মুখ বুজিয়াই থাকিতে হইবে! তাহার ত এখন সব গিয়াছে!

একটা পয়সার দরকার হইলে তাহার যে পরের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইবে!

প্রমীলা আর সে হাস্য-নিরতা, বিবর্জ্জিতক্রোধা প্রমীলা নাই। মেজবউয়ের কথা সে সহ্য করিতে পারিল না, রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিল, "মিথ্যে দোষ দিলে জিভ খসে যাবে। তোমার মত আমার মন অত ছোট নয়—তুমি বলে তাই এমন বিপদের বাড়ীতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমোদ করতে পেরেছিলে। থাক্‌তাম যদি সে সময় আমি, দেখ্‌তাম কি করে তুমি এ বাড়ীতে বসে হারমোনিয়াম বাজাতে! এ সময় আর জ্বালিয়ো না, এখান থেকে চলে যাও, যদি মানুষের চামড়া তোমার গায়ে থাকৃত তা হ'লে আমাদের সঙ্গে বসে দুঃখের ভাগ নিতে পারতে?"

প্রমীলা এমনই উত্তেজিতা হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মুখ দেখিয়া বাসন্তী অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, "লক্ষ্মী

বোন্‌টি আমার, চুপ কর, তুই ত এমন ছিলি নি।"

প্রমীলা তাহার ক্রোড়ের ভিতর হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "ছিলাম না, এখন হ'য়েচি। মেজদি যদি মানুষ হ'ত, তা হ'লে আমিও সইতাম। এর শাস্তি একদিন হবেই।"

অপমান ও ক্রোধে লাবণ্য এতক্ষণ ফুলিতেছিল! প্রমীলার এই শেষ কথায় সে চীৎকার করিয়া কহিল, "ওরে ও ছোটলোকের মেয়ে, আমি তোর বাবার খাই, না পরি, যে তুই আমায় গাল দিচ্ছিস্, ভারি তেজ হ'য়েচে, আমায় উনি হারমোনিয়াম বাজাতে দিতেন না! এই এখনি গিয়ে হারমোনিয়াম বাজাব, দেখি কোন্ নবাবের বেটী কি করতে পারে!" বলিয়া লাবণ্য সশব্দপদবিক্ষেপে উপরে উঠিয়া গেল। প্রমীলা বড় বউয়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। বাসন্তী তাহার চোখ মুছিয়া দিতে লাগিল।

এমন সময় উপরে লাবণ্যর ঘরে হারমোনিয়াম বাজিয়া উঠিল। প্রমীলা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া

বসিল। তাহার মনে হইল, তাহার মাথার মধ্যে, বুকের মধ্যে কে যেন তীক্ষ্ণ শলাকা বিঁধিয়া দিল। 'উঃ' বলিয়া প্রমীলা দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিল। তাহার পর সহসা উপরের ঘরের অভিমুখে ছুটিয়া গেল। বাসন্তী বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না!

লাবণ্যর ঘরের দুয়ারের সম্মুখে গিয়া, সে কহিল, "এ তোমার বাবার বাড়ী নয়, এখানে ও সব চল্‌বে না, অত সখ যদি থাকে, বাপের বাড়ী গিয়ে বাজাও গে।" বলিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, লাবণ্য ধম্‌কাইয়া বলিল, "ঝী, খবরদার! ঢুকতে দিবি নি!"

ঝী প্রমীলার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সরে যাও গো,—সরে যাও! এ ঘরের মধ্যে এস না, আমরা ছোটলোক, কেন অপমান হ'বে।"

প্রমীলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সহসা সমস্ত দেহটা তাহার থর্‌থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখ হইতে দিনের আলো ধীরে

ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। চারিদিক হইতে আঁধার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। সেই আঁধারের মধ্যে দুই হাত বাড়াইয়া সে চৌকাট ধরিতে গেল; কিন্তু হায়! কোথায় চৌকাট! ছিন্ন তরুর মত ভূমিতলে সে আছড়াইয়া পড়িল!

খানিক পরে ভগবান দত্ত তাঁহার মধ্যম পুত্র জ্যোতিষচন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "ছেলে মরলে বাপের বুকে যে বাজে! আমি যে বাপ্! এখনও এক মাস হয় নি আমার ছেলে মরেচে। বউমাকে বল, হারমোনিয়াম বাজান বন্ধ কর্‌তে—আমার বুকের মধ্যে যে জ্বালা করে উঠ্‌চে।"

জ্যোতিষচন্দ্র নীরবে পিতার কথা শুনিল, তাহার পর উপরে স্ত্রীর নিকট চলিয়া গেল। হারমোনিয়াম বাদ্য থামিল বটে, কিন্তু তাহার ঘরের মধ্যে দ্রব্যাদি তোলা-নামার শব্দ হইতে লাগিল।

ঘণ্টাখানেক পরে জ্যোতিষচন্দ্র পিতার নিকট গিয়া কহিল, "বাড়ীর ছোট বড় সবাই মিলে এক-জনকে গালাগালি করলে তার পক্ষে এ বাড়ীতে

থাকা চল্‌তে পারে না, দিনরাত ও মিথ্যামিথ্যি চেঁচামেচীর ভেতর সে থাক্‌তে পারবে না।”

ভগবান দত্ত পুত্রের মুখের দিকে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন, “কাল কামান, এক জায়গায় কামাতে হয়, কালকের দিন্‌টা বাদ দিয়ে গেলে বোধ হয় বউমার বেশী কষ্ট হবে না!”

জ্যোতিষচন্দ্র কহিল, “এ বাড়ীতে আর রাখ্‌তে পার্‌ব না। কাল যদি দরকারই হয়, তা হ’লে সেই সময় না হয় একবার আস্‌বে।”

ভগবান দত্ত আর সহ্য করিতে পারিলেন না, কহিলেন, “অমন ছেলে-বউয়ের মুখ দেখ্‌লেও পাপ! যেখানে পার খেয়ে পরে থাক গে, আমার বাড়ীতে তোমাদের আর কোন দিন জায়গা হবে না।”

উপর হইতে লাবণ্য চীৎকার করিয়া কহিল, “বলবার কি দরকার ছিল। শুধু শুধু অপমান হ’লে ত! চ’লে এস। বয়স হ’লে মানুষের অমনই ভিমরতি

হয়, আদালত পড়ে রয়েছে মকর্দ্দমা করে বাড়ীর ইট কাট বেঁচিয়ে তবে ছাড়ব। আমার বাবামণিকে ত চেনে না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

মাস দুই পরে বাসন্তীর ছেলে হরিশ সন্ধ্যার সময় প্রমীলার কাছে বসিয়া কহিল, "কাকিমা, মোনারা কেমন গাড়ী কিনেচে।"

প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল, "তুই কি করে জান্‌লি?"

হরিশ কহিল, "তারা যে গাড়ী চড়ে আমাদের ঐ মাঠে বেড়াতে এসেছিল, সঙ্গে মেজকাকিমাও ছিল।"

প্রমীলা কহিল, "বটে, মেজদিদিও ছিলেন! শুন্‌লে দিদি কাণ্ডটা! মেজদিদি গাড়ী চড়ে ওদের দেখাতে এসেছিল।"

হরিশ আবার কহিল, "মোনা আমাকে গাড়ী চড়্‌তে ডাক্‌ছিল কাকিমা।"

প্রমীলা তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, "তুই যাস্‌ নি ত চড়্‌তে?"

কাকিমার কণ্ঠস্বরে হরিশ ভয় পাইল। সে ভাবিল, কাকিমা হয় ত কত বকিবেন, কিন্তু সে যে তাহার কাকিমার হাতেই মানুষ, মিথ্যা কথা বলিতে শিখে নাই, তাই ভয়ে ভয়ে উত্তর করিল, "হ্যাঁ কাকিমা আমি চড়্‌তে গেছ্‌লাম।"

তাহার কাতর মুখখানি দেখিয়া প্রমীলা অন্তরে বেদনা অনুভব করিল। তাহাকে কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিল, "বেশ করেছিস্, চড়্‌তে গিয়েছিলি তাতে হ'য়েচে কি ?"

হরিশ ধীরে ধীরে আবার কহিল, "আমি ছুটে চড়্‌তে গেলাম, মেজকাকিমা আমায় চড়্‌তে দিলে না—বল্লে তোর বড়লোক কাকি আছে তাকে বল্‌গে না গাড়ী কিনে দিবে। আমার এ গাড়ীতে চড়্‌তে এসেচিস্ কেন ? কাকিমা, তুমি আমাদের গাড়ী কিনে দেবে কাকিমা ?"

প্রমীলার চোখ দিয়া যেন আগুন ঠিক্‌রাইয়া বাহির হইতে লাগিল, দৃপ্তকণ্ঠে সে কহিল, "কালই

গাড়ী কিনে দেব তোদের। দিদি, চিরদিনই কি এমনই যাবে! এত অহঙ্কার!"

বাসন্তী বারবার নিষেধ করিল, কত বুঝাইল, কিন্তু প্রমীলা জিদ ছাড়িল না। পরদিন ভোর হইতে না হইতেই সে বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। সেখানে তাহার জননী নানারকম মিষ্ট কথায় তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। অগত্যা তাহার পিতা সেই দিনই গাড়ী কিনিবার সব বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

সন্ধ্যার সময় গাড়ী আসিয়া হাজির হইল। লাবণ্যর গাড়ী ঘোড়া যেরূপ ছিল, প্রমীলার দাদা খোঁজ লইয়া তাহার অপেক্ষা ভাল গাড়ী ঘোড়া কিনিয়া আনিলেন। প্রমীলা ইতিপূর্ব্বেই হরিশ ও তাহার ভাই বোনেদের সাজাইয়া রাখিয়াছিল, গাড়ী আসিতেই তাহাদের সেই গাড়ী করিয়া লাবণ্যর বাড়ী বেড়াইতে পাঠাইয়া দিল। যাইবার সময় বলিয়া দিল, "দেখিস্ সেখানে যেন কিছু খাস্ নি যাবি, নেমেই অমনি চলে আস্‌বি।"

প্রমীলা ও লাবণ্যর মধ্যে বিষম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। লাবণ্য যে যে স্কুলে তাহার ছেলেমেয়েদের ভর্ত্তি করিয়াছিল, প্রমীলাও বাসন্তীর ছেলেমেয়েদের সেই সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিল। লাবণ্যর ছেলেমেয়েরা যে পোষাক পরিয়া স্কুলে আসিত ও বেড়াইতে বাহির হইত, বাসন্তীর ছেলে-মেয়েরা তাহার চেয়েও ভাল পোষাক পরিয়া যাইত!

এমনই করিয়া এক বৎসর কাটিয়া গেল। তখন ইউরোপে মহাসমর বাধিয়া উঠিয়াছে। অনেক ব্যবসায়ী শঙ্কান্বিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। দু' একজন ব্যবসায়ী, যাহাদের জার্ম্মানীর মাল লইয়া কারবার, তাহাদের ব্যবসায় যায়-যায় হইয়া উঠিল! তাহাদের বুঝি পথের ভিখারী হইতে হয়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মাস চারেক পরে হরিশ স্কুল হইতে আসিয়া প্রমীলাকে কহিল, "কাকিমা, মোনারা গাড়ী বিক্রী করে ফেলেচে।"

প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি রে?"

হরিশ কহিল, "হ্যাঁ কাকিমা, মোনা আজ বল্লে তাই শুনলাম।"

প্রমীলা কহিল, "কেন বেচ্‌লে রে, মোনা কিছু বল্‌লে না?"

হরিশ কহিল, "আমি তা ত মোনাকে কিছু জিজ্ঞেস করিনি কাকিমা।"

প্রমীলা কহিল, "বেশ করেছিস্। যা কাপড়-চোপড় ছেড়ে খাবার খেগে যা।"

সেদিন রাত্রে প্রমীলা ভাল করিয়া খাইতে পারিল না। তাহার দেহ কেমন অসুস্থ বোধ

হইল। দিন দুই পরে প্রমীলা বাসন্তীকে কহিল, "কি বল দিদি, গাড়ী বেচে ফেলে দি? মিছে কেন অতগুলো টাকা নষ্ট হয়, ওরা আর এটুকু হেঁটে যেতে পারবে না?"

বাসন্তী মহাখুসী হইয়া বলিল, "এত দিন পরে যে তোর সুবুদ্ধি হ'ল এই ভাগ্যি, আমি ত গাড়ী কিন্‌তেই বারণ করেছিলাম, তুই ত কারু কথা শোনবার মেয়ে নস্! ওদের চেয়ে কত ছোট ছেলেরা হেঁটে যাচ্ছে, ওরা আর পারবে না! কার কথায় এমন সুবুদ্ধি হ'ল শুনি?"

প্রমীলা কহিল, "কার কথায় আবার! সব সময় কি সব কথা বুঝ্‌তে পারা যায়। তখন অত বুঝ্‌তে পারি নি; এখন ভেবে দেখ্‌লাম অত বড়-মানুষী ভাল না।"

মাসখানেক পরে হরিশ স্কুল হইতে বাড়ী ফিরিয়া তাহার ছোট কাকিকে কহিল, "জান কাকিমা, মোনারা দু'মাস মাইনে দেয় নি বলে মাষ্টার মশায় তাদের নাম কেটে দিয়েছেন—আজ স্কুলের

ছুটির পর তাদের বলে দিলেন, কাল থেকে তোরা স্কুলে আসিস্ নি।"

প্রমীলা আজ কোন কথা কহিল না। দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলিয়া নিজ শয়নকক্ষের অভিমুখে চলিয়া গিয়া বিছানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

পর দিন দুপুর বেলা ভগবান দত্ত আহার করিয়া নিজের ঘরে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন; বহুদিন পরে জ্যোতিষচন্দ্র আসিয়া সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া নত হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। ভগবান দত্ত একবার চাহিয়া দেখিয়া মুখ নীচু করিয়াই তামাক টানিতে লাগিলেন। জ্যোতিষ অৰ্দ্ধ ঘণ্টা একভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। ভগবান দত্ত কোন কথা বলিলেন না, বা আর একবার চাহিয়াও দেখি-লেন না। জ্যোতিষের পরিধানে অৰ্দ্ধমলিন বস্ত্র, তৈলহীন কেশ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে তাহার মাথার উপর পড়িয়াছে। জ্যোতিষও কোন কথা না বলিয়া কক্ষের বাহির হইয়া যাইতেছিল, প্রমীলা ক্ষিতীশ-চন্দ্রকে ডাকিয়া কহিল, "মেজ ভাশুর চলে যাচ্ছেন

একবার গিয়ে জিজ্ঞেস করে এস না, তাঁর খাওয়া দাওয়া হয়েছে কি না? এত বেলা পর্য্যন্ত রইলেন, না খেয়ে যাবেন।"

ক্ষিতিশ ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "মেজদাদা চলে গেছেন।" প্রমীলা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় প্রমদা ঠাকুরঝি আসিয়া বাসন্তীকে কহিল, "জান বউদিদি, মেজ বউদিদির দাদাদের ব্যবসা ফেল হ'য়ে গেছে, তাদের দুরবস্থার একশেষ হ'য়েচে, মেজবউদিদিও তার সমস্ত টাকা সেই ব্যবসায় দিয়েছিল, তারও না কি এখন খুব কষ্ট। ধর্ম্মে কি এত সয়, বল ত বউদিদি, সেই আবার বাবার কাছে এসে পড়্‌তে হবে, না হ'লে আর খাবেন কি ছাই!"

প্রমীলা সেখানে বসিয়াছিল, সে চুপ করিয়া সমস্ত কথা শুনিল, ভাল মন্দ কিছুই বলিল না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

দিন দুই পরে বিকাল বেলা প্রমীলা ক্ষিতীশ চন্দ্রের সহিত একখানা ভাড়া গাড়ী করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। পূর্ব্বে যেখানেই সে যাইত, বাসন্তীর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে লইয়া যাইত, কিন্তু আজ আর সে কাহাকে সঙ্গে লইল না। কোথায় যাইতেছে তাহাও সে বলিল না।

তাহাদের গাড়ী যখন লাবণ্যর বাড়ীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন সেই বাড়ীর চারিপাশে ভিড় জমিয়া গিয়াছিল, বাটীর ভিতর প্রবেশের দ্বারে দুই জন আদালতের পেয়াদা দ্বার ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বাহিরের উঠানেও আর একজন পেয়াদা দাঁড়াইয়া জ্যোতিষচন্দ্রকে কটু ভাষায় গালি দিতেছিল। অদূরে একজন লালপাগড়ী পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছিল।

গাড়ীর ভিতরে প্রমীলার বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। ক্ষিতীশচন্দ্র ব্যাপার জানিবার জন্য গাড়ী হইতে নামিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে গিয়া বাধা পাইয়া ফিরিয়া আসিয়া প্রমীলাকে কহিল, পেয়াদারা বাহিরের কোন লোককেই ভিতরে প্রবেশ করিতে দিবে না।

শেষে পেয়াদার হাতে দশ টাকার একখানি নোট দিয়া কেবলমাত্র প্রমীলা ভিতরে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইল। ক্ষিতীশ বাহিরেই দাঁড়াইয়া রহিল।

কম্পিত পদে প্রমীলা উপরে উঠিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া জ্যোতিষের মুখখানি ভয়ে এতটুকু হইয়া গেল! সে প্রমীলার সম্মুখে মেঝের উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, "বউমা, আমাদের রক্ষে কর।"

প্রমীলা কাঁদিয়া ফেলিল। পাশের ঘরে মেঝের উপর লাবণ্য উপুড় হইয়া পড়িয়াছিল, প্রমীলা সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লাবণ্যর পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল। তারপর দুই হাতে তাহার পা

জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "মেজ দিদি, আমায় মাপ কর। আর কখনও আমি তোমার মুখের ওপর কথা বল্‌ব না। তোমরা বাড়ী ফিরে চল।"

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ প্রণীত
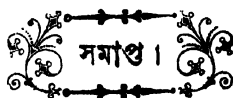
অন্যান্য পুস্তক

১।	সইমা (গল্পের বই)	১।০
২।	স্বামীর ভিটা (গল্পের বই)	৸০
৩।	ইন্দুমতী (সচিত্র উপন্যাস, ২য় সং)	১৷৷০
৪।	সুকুমার (সচিত্র গল্পের বই)	১৲
৫।	বিলাতী হাওয়া (উপন্যাস)	১৷৷০
৬।	ময়ূরপুচ্ছ (উপন্যাস)	৷৷০
৭।	জীবন্ত সমাধি (উপন্যাস)	১।০
৮।	চক্রীর চক্র (উপন্যাস)	৷৷৵০
৯।	চন্দ্রার বিপদ (উপন্যাস)	৷৷৵০
১০।	অকৃতজ্ঞ (গল্পের বই)	৷৷০
১১।	সম্পত্তি রক্ষা (গল্পের বই)	৷৷০
১২।	মধুমিলন (উপন্যাস)	১।০
১৩।	পুষ্পরাণী (উপন্যাস)	১৷৷০